দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

পিএসসির 'সার্চ ইঞ্জিনে' ফলে দীর্ঘসূত্রতা কমছে

সাইদুর রহমান ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ইং ০০:০০ মিঃ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস)সহ নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দীর্ঘসূত্রতা কমাতে 'সার্চ ইঞ্জিন' ব্যবহার শুরু করছে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। ইতোমধ্যে এই 'সার্চ ইঞ্জিন' সফটওয়্যার ব্যবহার করে মাত্র ৫ মাস ৬দিনে সিনিয়র স্টাফ নার্স পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় ফলাফল প্রকাশের যে দীর্ঘসূত্রতা ছিল তা দূর করার জন্য মূলত 'সার্চ ইঞ্জিনে'র ব্যবহার করছে কমিশন।

সংশ্লিষ্টদের মতে, প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে চূড়ান্ত ফল প্রকাশের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পিএসসি দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করতো। যে কারণে একজন পরীক্ষার্থীর একটি বিসিএসে প্রায় আড়াই থেকে তিন বছর লেগে যেত। মূলত মেধা ও কোটাসহ আনুষঙ্গিক বিষয় সমন্বয় করে ক্যাডার নির্ধারণে সময় নষ্ট হতো। সফটওয়্যার ব্যবহারের পর এই জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে পিএসসি। ফলের জন্য আর প্রতীক্ষার দীর্ঘ প্রহর গুণতে হবে না পরীক্ষার্থীদের।

এ বিষয়ে পিএসসির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক ইত্তেফাককে বলেন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশের মাধ্যমের সফটওয়্যারটিকে 'সার্চ ইঞ্জিন' নাম দিয়েছি। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর তথ্য কম্পিউটারাইজড করে সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করছি। ইতোমধ্যে নন-ক্যাডার পরীক্ষায় এটি ব্যবহার করে সফলতা পাওয়া গেছে। দ্রুত ক্যাডার পদের ফলাফল প্রকাশেও এটি ব্যবহার করা হবে।

পিএসসির সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, অনলাইনে আবেদন থেকে শুরু করে একজন প্রার্থীর যাবতীয় তথ্য 'সার্চ ইঞ্জিন' সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জেলা, জন্ম তারিখ, কোটা, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বরসহ অন্যান্য তথ্যাদি এই ডিজিটাল সফটওয়্যারে সংযুক্ত করে চাহিদা মতো ফলাফল প্রস্তুত করা হয়। মেধা ও কোটার ভিত্তিতে ফলাফল প্রস্তুতকরণে অটোমেশন 'সার্চ ইঞ্জিন' স্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে যাচ্ছে কমিশন। ইতোমধ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সব পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করার জন্য রেজাল্ট প্রসেসিং রুম (ক্যাডার) ও রেজাল্ট প্রসেসিং রুম (নন-ক্যাডার) নামে দু'টি পৃথক কক্ষ রয়েছে।

বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় পিএসসির সদস্য অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খান ও কমিশনের আইটি শাখা সার্চ ইঞ্জিন সফটওয়্যার উদ্ভাবন করেন। গত ২৩ আগস্ট সিনিয়র স্টাফ নার্স পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। আর গত ৪ সেপ্টেম্বর সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়।

বরাবরই পিএসসির বিরুদ্ধে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ ছিল। এক হিসেবে দেখা গেছে, ২৭তম বিসিএস পরীক্ষা সম্পন্ন করতে ৩ বছর ২ মাস ২৫দিন লেগেছিল। এছাড়াও ২৮তম বিসিএস ২ বছর ৪ মাস ১১দিন, ২৯তম বিসিএস ২ বছর ১ মাস ১৭ দিন, ৩০তম বিসিএস ১ বছর ৭ মাস ২৪দিন, ৩১তম বিসিএস ১ বছর ৫ মাস ১৩দিন, ৩২তম বিসিএস ১ বছর ২ মাস ২১দিন, ৩৩তম বিসিএস ১ বছর ৮মাস, ৩৪তম বিসিএসে

২ বছর ৬ মাস সময় লেগেছে। তবে ৩৫তম বিসিএস ১ বছর ৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা আছে কমিশনের।

পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন ইত্তেফাককে জানান, বর্তমান কমিশন কর্তৃক অনলাইন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে বিভিন্ন পরীক্ষায় ব্যয়িত সময় কমিয়ে অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত